ইউনিট ১০

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : ধারণা ও বিনিময় হার

International Trade : Concept and Exchange Rate

বাণিজ্য যখন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করে তখনই তাকে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলি। বিভিন্ন অঞ্চল ধরে বা রাষ্ট্রীয় পরিধিকে অতিক্রম করে বাণিজ্য দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত। তবে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও অনেকগুণ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কিত অনেক তত্ত্বও জন্মলাভ করেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও বিভিন্ন মতবাদ ও ধারা ক্রমে বিকশিত হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিনিময় হার নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা, বিতর্কও বেড়েছে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনারও বিকাশ ঘটেছে। এসব বিষয় নিয়েই আমাদের এই অংশের আলোচনা।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

❐ পাঠ-১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : প্রাথমিক ধারণা

❐ পাঠ-২. বৈদেশিক বিনিময় হার

পাঠ - ১

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : প্রাথমিক ধারণা

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মানে কি*
- ◆ *আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ ধারা*
- ◆ *আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি কি কারণে সংঘটিত হয়*

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও তার বিকাশ

পারস্পরিক প্রয়োজনে মানুষ পরস্পর বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা বিনিময় করে। তা যখন বৃহৎ আকারে সংঘটিত হয় তখন তাকে আমরা বাণিজ্য বলি। বাণিজ্য যখন নির্দিষ্ট রাষ্ট্র নামক ভৌগোলিক কাঠামোর বাইরে সম্প্রসারিত হয়, যখন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র জুড়ে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য সংঘটিত হয় তখন তাকে আমরা বলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

আজকের দিনে আমরা যাকে রাষ্ট্র বলে জানি সেরকম রাষ্ট্রের বয়স খুব বেশি দিনের নয়, কয়েকশো বছর। এর আগে ছিল সাম্রাজ্য, তারও আগে আমরা পাই গোত্রীয় সমাজ। রাষ্ট্রের বয়স বেশি দিনের নয় বলে বর্তমান কালে রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিনিষেধ, সার্বভৌমত্ব, শুল্ক-অশুল্ক বাধা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে বাণিজ্য তার অভিজ্ঞতাও বেশি দিনের নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, 'আন্তর্জাতিক' বলতে সাধারণ ভাবে আমরা দূরদুরান্তের যে বাণিজ্যের কথা জানি তা প্রাচীন কালে ছিল না। বহুকাল আগে থেকেই মানুষ দূরদুরান্তে, নৌপথে, স্থলপথে বাণিজ্য করতে গেছে। প্রযুক্তিগত দূর্বলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার পশ্চাদপদতা ইত্যাদি কারণে বাণিজ্য ছিল খুব সীমিত। তাছাড়া ক্রেতা সীমিত থাকায়, শ্রম বিভাজন সীমিত থাকায় বাজারও খুব সীমিত ছিল। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একসময়ে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ বা রৌপ্য ব্যবহার করা হতো। ক্রমে ধাতব মুদ্রা, চেক এবং একপর্যায়ে এসে ক্রেডিট কার্ড চালু হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র তার সার্বভৌম প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা চালু করেছে। এর ফলে বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণের প্রশ্ন এসেছে। এর মধ্যেও অনেক রকম বিবর্তন এসেছে।

একসময়ে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ বা রৌপ্য ব্যবহার করা হতো। ক্রমে ধাতব মুদ্রা, চেক এবং একপর্যায়ে এসে ক্রেডিট কার্ড চালু হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র তার সার্বভৌম প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা চালু করেছে। এর ফলে বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণের প্রশ্ন এসেছে।

সম্প্রতিকালে ইন্টারনেট এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলের বিকাশের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ই-বাণিজ্যের প্রসার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা।

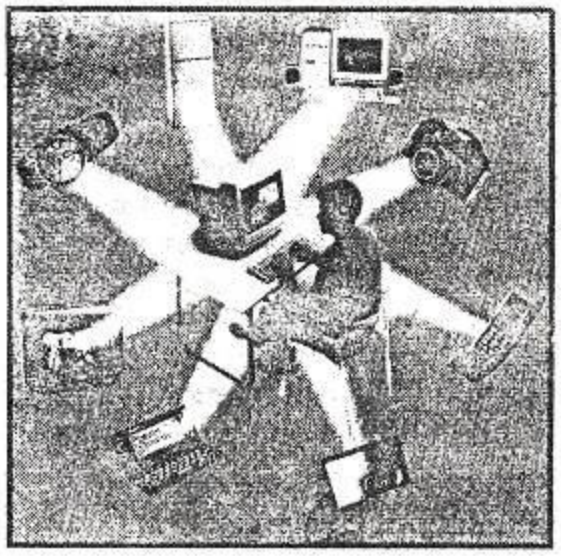

ছবি : কম্পিউটারে ই-বাণিজ্য : বিজ্ঞাপন

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রধানত: চারটি কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলো হল :

- ❒ প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতা।
- ❒ চাহিদার তারতম্য।
- ❒ প্রযুক্তিগত তফাতের কারণে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি উৎপাদন।
- ❒ উৎপাদন খরচের পার্থক্য।

জাপানে প্রযুক্তিগত সম্পদ আছে কিন্তু খনিজ সম্পদ নেই, সে ঐ খনিজ সম্পদ আমদানি করতে পারে। বাংলাদেশে প্রচুর পাট উৎপাদন হয়। বাংলাদেশ তাই পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতা

বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে সম্পদের প্রাপ্যতা বা প্রাচুর্য বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন আফ্রিকার অনেক দেশে খনিজ সম্পদ বেশি আছে। এসব দেশ খনিজ সম্পদ রপ্তানি করতে পারে কিংবা খনিজ সম্পদ নির্ভর শিল্প গড়ে তারা উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানি করতে পারে। আবার অন্যদিকে জাপানে প্রযুক্তিগত সম্পদ আছে কিন্তু খনিজ সম্পদ নেই, সে ঐ খনিজ সম্পদ আমদানি করতে পারে। বাংলাদেশে প্রচুর পাট উৎপাদন হয়। বাংলাদেশ তাই পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করতে পারে। আবার শ্রমশক্তি সুলভ ও মজুরি অনেক নিম্ন থাকার কারণে এখানে গার্মেন্টস এর মত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা প্রধানত: রপ্তানির উদ্দেশ্যেই স্থাপিত।

চাহিদার তারতম্য

সম্পদের প্রাচুর্য্য এবং রুচি বা সামাজিক কোন কারণে তার কম চাহিদা থাকার কারণে কোন দেশ কোন পণ্য রপ্তানিতে আগ্রহী হতে পারে। ভারতে গরুর সংখ্যা অনেক। কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে সেখানে গরুর মাংসের চাহিদা কম। অন্য দিকে বাংলাদেশে গরুর মাংসের চাহিদা বিপুল। যে কারণে বাংলাদেশে ভারত থেকে বৈধ ও অবৈধ পথে প্রচুর গরু আমদানি হয়ে থাকে।

প্রযুক্তিগত তফাতের কারণে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি উৎপাদন

মিসর বা পাকিস্তানে তুলা আছে। সুতা উৎপাদনে তাদের খরচ কম পড়বে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার কারণে জাপান বা কোরিয়ায় গাড়ী উৎপাদনে খরচ কম পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিগত কারণে বা আপেক্ষিক দক্ষতার কারণে বিমান বা কম্পিউটার উৎপাদনে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে।

সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রযুক্তিগত অবস্থানের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। যেসব দেশ প্রযুক্তিগত ভাবে এগিয়ে, সেসব দেশে উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য অনেক দেশের চাইতে বেশি যেখানে প্রযুক্তিগত এই অগ্রগতি হয়নি। তার ফলে কোন কোন দেশে কোন কোন পণ্য প্রচুর পরিমানে উৎপাদন হচ্ছে কিংবা উদ্বৃত্ত হচ্ছে। সে চাইবে এসব পণ্য অন্য কোথাও রপ্তানি করতে। অন্যদিকে যেসব দেশ প্রযুক্তিগত কারণে এসব পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করতে পারছেনা কিন্তু তার চাহিদা রয়েছে সে সব দেশ এসব পণ্য আমদানি করতে চাইবে। যেমন বাংলাদেশের মত দেশ যুক্তরাষ্ট্র বা তাইওয়ান থেকে কম্পিউটার কিংবা ভারত বা জাপান থেকে গাড়ী আমদানি করে ।

উৎপাদন খরচের পার্থক্য

উৎপাদন খরচের পার্থক্য তৈরী হয় সম্পদের প্রাপ্যতা বা প্রাচুর্যের তফাৎ কিংবা প্রযুক্তিগত তারতম্যের কারণে। বাংলাদেশে শ্রমশক্তির প্রাচুর্য আছে, পাটের প্রাচুর্য আছে। সুতরাং এখানে শ্রমপ্রধান শিল্প কিংবা পাটকেন্দ্রিক উৎপাদনের উৎপাদন খরচ কম পড়বে। আবার মিসর বা পাকিস্তানে তুলা আছে। সুতা উৎপাদনে তাদের খরচ কম পড়বে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার কারণে জাপান বা কোরিয়ায় গাড়ী উৎপাদনে খরচ কম পড়বে। আপেক্ষিক দক্ষতার কারণে আবার জাপান বা কোরিয়া কম্পিউটার উৎপাদনে যে সুবিধা পাবে তা যুক্তরাষ্ট্র পাবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিগত কারণে বা আপেক্ষিক দক্ষতার কারণে বিমান বা কম্পিউটার উৎপাদনে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে।

তবে এখানে বলে রাখা দরকার যে, খরচের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য অনেক সময় কৃত্রিমভাবে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমেও করা হয়। এরকম চর্চা শুধু আজকের নয়। এটি শুরু হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলেই।

সারসংক্ষেপ

অ

চারটি কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলো হল: প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতা, চাহিদার তারতম্য, প্রযুক্তিগত তফাতের কারণে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি উৎপাদন এবং উৎপাদন খরচের পার্থক্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন এসেছে। স্বর্ণ বা রৌপ্য থেকে ক্রমে ধাতব মুদ্রা, চেক এবং এক পর্যায়ে এসে ক্রেডিট কার্ড চালু হয়েছে। ই-বাণিজ্যের প্রসার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমের বিবর্তন ধারা:
   ক. স্বর্ণ বা রৌপ্য, ধাতব মুদ্রা, চেক, ক্রেডিট কার্ড খ. ধাতব মুদ্রা, স্বর্ণ বা রৌপ্য, চেক, ক্রেডিট কার্ড
   গ. স্বর্ণ বা রৌপ্য, চেক, ধাতব মুদ্রা, ক্রেডিট কার্ড ঘ. ধাতব মুদ্রা, চেক, স্বর্ণ বা রৌপ্য, ক্রেডিট কার্ড

২. আফ্রিকার খনিজ সম্পদ বেশি আছে বলে তা সে-
   ক. রপ্তানি ও শিল্প উৎপাদন কাজে লাগাতে পারে। খ. পাচার করতে পারে।
   গ. লুটপাট করতে দিতে পারে। ঘ. নষ্ট করতে পারে।

৩. বাংলাদেশে আপেক্ষিক সুবিধা আছে-
   ক. কম্পিউটার শিল্প খ. স্বর্ণ
   গ. শ্রমপ্রধান শিল্প ঘ. সুতা উৎপাদন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমের বিবর্তন ব্যাখ্যা করুন।

২. চাহিদা ও প্রযুক্তিগত তারতম্যের কারণে কিভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাণিজ্য কখন আন্তর্জাতিক রূপ নেয়? এ সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন সংঘটিত হয়? এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ - ২

বৈদেশিক বিনিময় হার

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *বৈদেশিক বিনিময় হার বলতে কি বোঝায়*
- ◆ *আন্তর্জাতিক বিনিময় হার ব্যবস্থার বিবর্তন*
- ◆ *মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও তার ফলাফল*

বৈদেশিক বিনিময় হার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যেহেতু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রার ব্যবহার হয় সেহেতু বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হার অর্থাৎ একটির সঙ্গে অন্যটি বাজারে কি হারে বিনিময় হচ্ছে সেটি অন্যতম নির্ধারক ব্যাপারে পরিণত হয়। বৈদেশিক বিনিময় হার বলতে আমরা একটি মুদ্রার তুলনায় অন্য একটি মুদ্রার দাম বুঝি। বিভিন্ন কারণে, অর্থনীতির সবলতা-দূর্বলতা, মুদ্রার চাহিদা যোগান, আমদানি-রপ্তানির চাহিদার উৎস বা ধরন ইত্যাদির উপর মুদ্রার বিনিময় মূল্য নির্ভর করে।

বিনিময় হার ব্যবস্থা: বিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশ্বে 'স্বর্ণমান'-ই ছিল বিনিময় হারের প্রধান নির্ধারক। সে অনুযায়ী, সবগুলো দেশের মুদ্রা স্বর্ণ-এর সঙ্গে স্থির অনুপাতে বাধা থাকতো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানি করতেও সক্ষম ছিল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যতই সম্প্রসারিত হচ্ছে ততই এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হচ্ছে, বিতর্ক হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশ্বে 'স্বর্ণমান'-ই (gold standard) ছিল বিনিময় হারের প্রধান নির্ধারক। সে অনুযায়ী, সবগুলো দেশের মুদ্রা স্বর্ণ-এর সঙ্গে স্থির অনুপাতে বাধা থাকতো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানি করতেও সক্ষম ছিল। স্বর্ণমান কার্যকর হবার জন্য কয়েকটি শর্তপূরণ জরুরী ছিল:

১. স্বর্ণই কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে।
২. দেশের স্বর্ণ মজুদ এবং মুদ্রার যোগান অপরিবর্তনীয় অনুপাতে সম্পর্কিত থাকবে।
৩. মজুরি ও দাম পরিবর্তনযোগ্য (flexible) থাকবে এবং মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব কার্যকর থাকবে।

পূর্ণ ক্ল্যাসিকাল মডেলে এ রকম বিশ্বাসই প্রবল ছিল যে, অর্থনীতিতে যে কোন ভারসাম্যহীনতা দেখা গেলে বাজার প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা আবার ভারসাম্যে ফিরে আসবে। প্রক্রিয়াটি সরল: যেমন, "ঘাটতি দেশে স্বর্ণ কমে যাবে, মুদ্রা সরবরাহ কমে যাবে, দাম ও মজুরি কমবে এবং রপ্তানি আরও বেশি বেশি উৎসাহিত হবে। এর ফলে ঐ দেশে বাণিজ্য ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি হবে। অন্যদিকে উদ্বৃত্ত দেশে স্বর্ণমজুত বাড়বে, সেজন্য মুদ্রা যোগান বাড়বে, দাম এবং মজুরি বেড়ে রপ্তানি নিরুৎসাহিত হবে। তার ফলে বাণিজ্য ভারসাম্য আবার পুরানো জায়গায় ফিরে আসবে।"

কিন্তু মজুরি আর দাম অনেক দেশে পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত না হবার ফলে এবং অন্যান্য শর্তগুলোও পুরোপুরি কার্যকর না হবার ফলে বাস্তবে এই ভারসাম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুন:প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। দেখা গেছে মুদ্রা সরবরাহ কমে যাবার ফলে ঘাটতি দেশে দাম কমে যাবার পরিবর্তে বেকারত্ব বেড়ে যায়। বাস্তব জগতে বাণিজ্যের অব্যাহত সম্প্রসারণের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্বর্ণমান অনুযায়ী মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার দূর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো আরও পরিষ্কার হতে থাকে। ৩০ দশকের মহামন্দা এসব সমস্যাকে আরও স্পষ্ট করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটন-উডস-এ আন্তর্জাতিকভাবে বিনিময় হারের সমন্বয় করবার চেষ্টা হিসাবে স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থার (fixed exchange rates) পুনর্বিন্যাস করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একে ব্রিটন-উডস ব্যবস্থা (bretton woods system or adjustable peg) বা সমন্বয়যোগ্য ব্যবস্থা বলা

হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্বর্ণের সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার থাকবে স্থির: তোলা প্রতি ৩৫ ডলার। এই হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র অনির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ কেনার অধিকারী ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়ে সবচাইতে ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund, IMF) সে সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশের জন্য আইএমএফ এর শর্ত দাঁড়াল প্রধানত: তিনটি–

১. স্বর্ণ অথবা ডলারের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মুদ্রামান ঘোষণা করতে হবে।

২. অন্তত: স্বল্পমেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার কেনাবেচার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের ঘোষণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে। এবং

৩. আইএমএফকে না জানিয়ে কেউ শতকরা ১০ ভাগের বেশি মুদ্রামূল্য পরিবর্তন করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে আইএমএফ-এর অনুমতি লাগবে যে অনুমতি সকল সদস্য দেশের মতামতের ভিত্তিতেই গৃহীত হবে। সে হিসাবে বিভিন্ন দেশের মুদ্রামান বস্তুত ডলারের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে গেল। এবং সে হিসাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো সকল দেশই। একে বলা হয় স্থির কিন্তু সমন্বয়যোগ্য বিনিময় হার ব্যবস্থা।

একটা পর্যায়ে গিয়ে একক ডলার নির্ভর এই ব্যবস্থা ঘিরেও নানা সমস্যা দেখা গেল। ১৯৭১ সালের ১৫ আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন আনুষ্ঠানিক ভাবে ডলার ও স্বর্ণের যোগসূত্র ছিন্ন করেন। এবং সূচিত হয় পরিবর্তনযোগ্য কিংবা ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা (flexible or floating exchange rates)। এই ব্যবস্থায় বাজারের চাহিদা যোগান দিয়েই একটি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

১৯৭১ সালের ১৫ আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন আনুষ্ঠানিক ভাবে ডলার ও স্বর্ণের যোগসূত্র ছিন্ন করেন। এবং সূচিত হয় পরিবর্তনযোগ্য কিংবা ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা।

তবে বলাই বাহুল্য, ডলার এখনও বাস্তবে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানেই রয়েছে। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত ডলারের তুলনাতেই বিভিন্ন মুদ্রার অবস্থান পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আইএমএফ বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় শক্তি।

বর্তমানে আমরা যে ধরনের বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে আছি সেটি 'স্বর্ণমান' ব্যবস্থাও নয় আবার 'ব্রিটন-উডস' ব্যবস্থাও নয়। এর মূল বৈশিষ্টগুলো হল নিম্নরূপ:

- কিছু কিছু দেশ তাদের মুদ্রাকে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রায় নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে দিয়েছে। বাজারের মাধ্যমে এসব মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশের অন্যতম।
- আবার কিছু উল্লেখযোগ্য দেশ আছে যেগুলোতে পরিবর্তনযোগ্য কিন্তু নিয়ন্ত্রিত বিনিময় ব্যবস্থা চালু আছে। এই অবস্থায়, এই দেশগুলো মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রয়োজনে কখনো কখনো হস্তক্ষেপ করে। বাজারে মুদ্রা মূল্যের উঠানামা নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্যে মাঝে মাঝে বাজারে বিক্রয় বা ক্রয়ও করে থাকে। এই ধরনের দেশের মধ্যে এখন আছে কানাডা, জাপান, বৃটেন ইত্যাদি।
- কোন কোন দেশ বিশেষত: অনেক 'তৃতীয় বিশ্ব' ভুক্ত দেশ তাদের মুদ্রা অন্য এক বা একাধিক শক্তিশালী মুদ্রার সঙ্গে সম্পর্কিত করে রাখে।
- কোন কোন দেশ সমষ্টিগত ভাবে মুদ্রা ব্লক গঠন করে নিজেদের মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার চেষ্টা করছে। এধরনের উদ্যোগের সবচাইতে বিকশিত রূপ হচ্ছে ইউরোপীয় একক মুদ্রা 'ইউরো'র প্রর্বতন।
- উপরন্তু প্রায় সব দেশই মুদ্রাব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য কখনো বাজার কখনো হস্তক্ষেপের নীতি গ্রহণ করে থাকে।

মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন

যখন অন্য কোন মুদ্রার সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রার মুল্য বা বিনিময় হার কমে যায় তখন তাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলে।

মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের মতো দেশগুলোতে মুদ্রার অবমূল্যায়ন (money devaluation)ই সবচাইতে বেশি দেখা যায়। যখন অন্য কোন মুদ্রার সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রার মুল্য বা বিনিময় হার কমে যায় তখন তাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলে। যেমন যখন ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য কমিয়ে দেয়া হয় তখন তাকে টাকার অবমূল্যায়ন বলা হয়। যদি আবার মূল্য বাড়িয়ে দেয়া হয় তাকে বলে মুদ্রার উর্ধ্বমূল্যায়ন (money revaluation)। অবমূল্যায়ন সিদ্ধান্তের ব্যাপার এবং তা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ (সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক) নিয়ে থাকেন। এর কাছাকাছি ধারণা হল মুদ্রার অবক্ষয় (money depreciation) । এটি সরকারী ঘোষণার ব্যাপার নয়। যখন বাজারে একটি মুদ্রার মূল্য অন্য দেশের তুলনায় কমে যায় তখন তার অবক্ষয় হয়েছে বলে ধরা যায় আবার যখন অন্য মুদ্রার তুলনায় এই মুদ্রার মুল্য বেড়ে যায় তখন আমরা তাকে মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি (money appreciation) বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য মুদ্রার অবমূল্যায়ন খুব গুরুত্বপূর্ন এবং বহুল ব্যবহৃত ঘটনা। বাংলাদেশে মুদ্রার অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত আইএমএফ-এর সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে কিংবা আইএমএফ-এর পরামর্শে বাংলাদেশ ব্যাংকই নিয়ে থাকে। নিচের ছক থেকে দেখছি যে, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বহুবার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এসব সিদ্ধান্তের পিছনে প্রধানত: রপ্তানি বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক শক্তিবৃদ্ধির যুক্তিই দেখানো হয়েছে।

কিন্তু মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে রপ্তানি কিংবা প্রতিযোগিতামূলক শক্তি বৃদ্ধি পায় কিনা তা নিয়ে অর্থশাস্ত্রে অনেক বিতর্ক আছে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেযোগ্য মার্শাল-লার্নার শর্ত (The Marshall-Lerner condition)। এই শর্ত অনুযায়ী, যদি আমদানি ও রপ্তানি নমনীয়তা (elasticity) ১-এর থেকে বেশি (অর্থাৎ, $e_x+e_m>1$) না হয় তাহলে এধরনের পদক্ষেপ বা বিনিময় হারের পরিবর্তনযোগ্যতার (flexibility) অন্য কোন পদক্ষেপে নীট রপ্তানি বৃদ্ধি বা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় উন্নতির ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হবে না।

একটি দেশে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বা অবক্ষয়-এর মাধ্যমে বিদেশে তার পণ্যের দাম কমে। সেই হিসাবে এর পর সে পণ্যের চাহিদা বাড়বে এবং রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে এই খাতের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে বলে ধারণা করা হয়। একই সঙ্গে একই ঘটনার ফলে এই দেশে বিদেশে থেকে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়ে যায় এবং তাতে আমদানিকৃত পণ্যের চাহিদা কমে যাবার কথা। কিন্তু এই ঘটনা গুলো কি মাত্রায় ঘটবে এবং সেগুলোর সম্মিলিত ফলাফল হিসাবে অর্থনীতির উপর কি প্রভাব পড়বে তা নির্ভর করবে এসব পণ্যের দাম চাহিদা নমনীয়তা (price elasticity of demand)'র উপর।

যদি রপ্তানি পণ্যের দাম চাহিদা নমনীয়তা ১ এর কম হয় তাহলে দাম যে হারে কমবে সে হারে চাহিদা বাড়বে না অর্থাৎ অবমূল্যায়নের মাধ্যমে এক্ষেত্রে নীট রপ্তানি আয় বাড়বে না। আর যদি দাম চাহিদা নমনীয়তা ১ এর বেশি হয় তাহলে দাম যে হারে কমবে তার চাইতে বেশি হারে চাহিদা বাড়বে।

যদি রপ্তানি পণ্যের দাম চাহিদা নমনীয়তা ১ এর কম হয় তাহলে দাম যে হারে কমবে সে হারে চাহিদা বাড়বে না অর্থাৎ অবমূল্যায়নের মাধ্যমে এক্ষেত্রে নীট রপ্তানি আয় বাড়বে না। আর যদি দাম চাহিদা নমনীয়তা ১ এর বেশি হয় তাহলে দাম যে হারে কমবে তার চাইতে বেশি হারে চাহিদা বাড়বে। সেক্ষেত্রে নীট রপ্তানি আয় বাড়বে। অন্যদিকে আমদানি পণ্যের দাম বাড়লে সেসব পণ্যের দাম চাহিদা নমনীয়তা ১ এর কম থাকলে নীট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ বাড়বে, ১ এর বেশি থাকলে নীট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ কমবে।

দেখা গেছে আমদানি ও রপ্তানি দুয়ের সম্মিলিত দাম চাহিদা নমনীয়তা যদি ১ এর বেশি হয় তাহলে বাণিজ্য ভারসাম্য অনুকূল হবে।

মনে রাখা দরকার যে, সাধারণত: মুদ্রার অবমূল্যায়ন বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে ব্যয় ও চাহিদা (cost push & demand-pull) দুদিক থেকেই মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা তৈরী করে।

ছক -১ : মার্কিন ডলারের সঙ্গে বাংলাদেশের টাকার বিনিময় হার (১৯৭১-২০০০)

সময়	**এক ডলারের বিনিময়ে বাংলাদেশের টাকার পরিমাণ**
১৯৭১/২	৭.৩০
১৯৭৫/৬	১৫.০৫
১৯৮১/২	২০.০৭
১৯৮৫/৬	২৯.৮৯
১৯৯১/২	৩৮.১৫
১৯৯২/৩	৩৯.১৪
১৯৯৩/৪	৪০.০০
এপ্রিল, ১৯৯৬	৪১.৭৫
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬	৪২.৬৫
মার্চ, ১৯৯৭	৪৩.৩০
এপ্রিল, ১৯৯৭	৪৫.১৫
অক্টোবর, ১৯৯৭	৪৫.৩০
নভেম্বর, ১৯৯৭	৪৫.৪৫
ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮	৪৬.৩০
অক্টোবর, ১৯৯৮	৪৮.৫০
জুলাই ১৯৯৯	৪৯.৫০
নভেম্বর ১৯৯৯	৫১.০০
ডিসেম্বর ২০০০	৫৪.১৫

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশ্বে 'স্বর্ণমান'ই ছিল বিনিময় হারের প্রধান নির্ধারক। ব্রিটন-উডস ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্বর্ণের সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার ছিল স্থির : তোলা প্রতি ৩৫ ডলার। ডলার ও স্বর্ণের এই যোগসূত্র ছিন্ন হয় ১৯৭১ সালে। তবে এখনও ডলারের তুলনাতেই বিভিন্ন মুদ্রার অবস্থান পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় শক্তি। বাংলাদেশে মুদ্রার অবমূল্যায়ন সিদ্ধান্তের পিছনে রপ্তানি বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক শক্তিবৃদ্ধির যুক্তিই দেখানো হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিনিময় হারের প্রধান নির্ধারক ছিল:
   ক. স্বর্ণ খ. ডলার
   গ. রৌপ্য ঘ. ধাতব মুদ্রা

২. ব্রিটন-উডস ব্যবস্থায় প্রতি তোলা স্বর্ণের স্থির দাম নির্ধারিত হয়-
   ক. ৩০ ডলার খ. ১৩২ ডলার
   গ. ৩৫ ডলার ঘ. ২০ ডলার

৩. কোন দেশের বাণিজ্য ভারসাম্য অনুকূল হবে যদি-
   ক. আমদানি ও রপ্তানির সম্মিলিত দাম চাহিদা নমনীয়তা ১-এর সমান হয়।
   খ. আমদানি ও রপ্তানির সম্মিলিত দাম চাহিদা নমনীয়তা ১-এর বেশি হয়।
   গ. আমদানি ও রপ্তানির সম্মিলিত দাম চাহিদা নমনীয়তা ১-এর কম হয়।
   ঘ. কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্বর্ণমান ব্যবস্থা ও ব্রিটন-উডস ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।
২. মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলতে কি বোঝায়?
৩. মার্শাল-লার্নার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৪. বাংলাদেশে মুদ্রার অবমূল্যায়নকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৈদেশিক বিনিময় হার বলতে কি বোঝায়? মুদ্রার বিনিময় হার ব্যবস্থার বিবর্তন ব্যাখ্যা করুন।
২. মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ে বিশ্বব্যবস্থায় যে পরিবর্তনগুলো আসছে তা সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

পাঠ - ১ : ১. ক ২. ক ৩. গ
পাঠ - ২ : ১. ক ২. গ ৩. খ